১৭/৩/২০০৭

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১৬ ... কলাম ... ৪ ...

দৈনিক ইত্তেফাক

নিষ্ঠাবান শিক্ষকরা এখন নকল ধরিতে ভয় পান

রেজানুর রহমান ॥ নিষ্ঠাবান শিক্ষক-কারা এখন নকল ধরিতে ভয় পান। নকলবাজ পরীক্ষার্থীদের প্রধান ট এখন তাহারাই। গত কয়েকদিনে এসসি পরীক্ষা চলাকালে সারাদেশে অর্ধশত শিক্ষক-শিক্ষিকা লাঞ্ছিত, হইয়াছেন। নকলবাজ পরীক্ষার্থীকে ার করিয়া অনেকে প্রাণভয়ে স্বাভাবিক নযাপন করিতে পারিতেছেন না। বাজ সন্ত্রাসীদের হুমকির কারণে অনেক শিক্ষকের পুত্র-কন্যারাও অস্থির জীবনযাপন করিতেছেন। কোথাও কোথাও টেলিফোনে শিক্ষকদের হুমকি প্রদান করা হইতেছে।

এইবার এইচএসসি পরীক্ষা শুরুর পূর্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন বোর্ড হইতে

(১৫শ পৃষ্ঠায় ৩-এর কঃ দ্রঃ)

নিষ্ঠাবান শিক্ষকরা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বলা হইয়াছিল, 'নকলের বিরুদ্ধে সোচ্চার হউন, বোর্ড আপনাদের পাশে দাঁড়াইবে'। এই ঘোষণায় নিষ্ঠাবান শিক্ষকদের অনেকেই এইবার নকলের বিরুদ্ধে সোচ্চার হইয়াছেন। কিন্তু নকল ধরার পর পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করিয়া বিপাকে পড়িয়াছেন কেহ কেহ। পরীক্ষার হলে, বাসা-বাড়ীতে, রাস্তায় নকলবাজ সন্ত্রাসীরা শিক্ষকদেরকে ভয়-ভীতি প্রদান করিতেছে। নীলফামারীর ডিমলায় একজন পরীক্ষার্থিনীর দেহ তল্লাশী করার অপরাধে সৃষ্ট অপ্রীতিকর ঘটনায় একজন শিক্ষিকা লাঞ্ছিত হইয়াছেন। একদল উচ্ছৃংখল তরুণ তাহাকে বিবস্ত্র করার চেষ্টা চালায়। এই ঘটনায় শতাধিক পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হইয়াছে। পরীক্ষার্থীরা গ্রেফতারের ভয়ে পালাইয়া বেড়াইতেছে। উক্ত শিক্ষিকাকে প্রতিদিনই ভয়-ভীতি, হুমকি প্রদান করা হইতেছে।

রংপুরের মিঠাপুকুরে নকল করিতে বাধা দিতে গিয়া প্রহৃত হইয়াছেন কর্তব্যরত পরিদর্শক বেলাল হোসেন। একদল তরুণ তাহাকে বেদম প্রহার করে। এই ঘটনায় থানায় মামলা দায়ের করায় বেলাল হোসেনকে ভয়-ভীতি প্রদান করা হইতেছে বলিয়া একটি সূত্র জানাইয়াছে।

চলনবিলের উল্লাপাড়ায় পরীক্ষা শুরুর পূর্বে পরীক্ষার্থীদের দেহ তল্লাশী করার সময় একদল পরীক্ষার্থী ক্ষিপ্ত হইয়া কেন্দ্রে দায়িত্ব পালনরত বিজ্ঞান কলেজের অধ্যক্ষকে লাঞ্ছিত করে। তাহারা উক্ত কলেজের শিক্ষক আবু সাঈদ, মোক্তার হোসেন, শামসুল হক এবং উল্লাপাড়া আর এম কলেজের একজন শিক্ষকের উপর চড়াও হয়। বাংলা প্রথমপত্র পরীক্ষায় বহিষ্কৃত হওয়ার পর বগুড়ায় একজন পরীক্ষার্থী ক্ষিপ্ত হইয়া প্রভাষক আব্দুস সামাদের উপর হামলা চালায়। আব্দুস সামাদকে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া হত্যার চেষ্টা চালান হয়। টহল পুলিশ ঘটনাস্থল হইতে উক্ত পরীক্ষার্থীকে গ্রেফতার করে। এই ঘটনার পর আব্দুস সামাদকে একটি মহল প্রাণনাশের হুমকি প্রদর্শন করে বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। শনিবার এইচএসসি পরীক্ষা চলাকালে ভোলার জয়নগর মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে একদল পরীক্ষার্থী দুইজন শিক্ষককে লাঞ্ছিত করে। এই ঘটনায় জড়িতরা শাস্তি পায় নাই। লাঞ্ছিত শিক্ষকদ্বয় ভয়-ভীতির মধ্যে জীবনযাপন করিতেছেন। রংপুরের বদরগঞ্জে মহিলা কলেজ উপকেন্দ্রে নকল করার সুযোগ না পাইয়া একদল তরুণ কলেজে ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। কলেজের অধ্যক্ষ এই ব্যাপারে মামলা করিয়া বিপাকে পড়িয়াছেন। তাহাকে ভয়-ভীতি প্রদান করা হইতেছে।

নকলবাজ কর্তৃক লাঞ্ছিত নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন শিক্ষক গতকাল টেলিফোনে বলেন, ঘর হইতে বাহির হইলেই টেনশন দেখা দেয়। একদল তরুণ বিশ্রি ভঙ্গিতে তাকায়। বিশ্রি মন্তব্য করে। পরিস্থিতি দেখিয়া মনে হইতেছে নকলবাজ ঠেকাইতে গিয়া মারাত্মক অন্যায় করিয়াছি। গত মঙ্গলবার নীলফামারীর একটি কেন্দ্রে নকলে বাধা দেওয়ায় লাঞ্ছিত দুইজন পরীক্ষক মানসিক অশান্তিতে জীবনযাপন